দেখে নাও, এই হলো হারাকাত আশ-শাবাবের নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা

আবু মাইসারাহ আশ-শামী

দেখে নাও, এই হলো হারাকাত আশ-শাবাবের নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মহান এবং সু-উচ্চ। সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক হাসি মুখে (কাফিরদের) হত্যাকারী এবং তার পুত-পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যদি একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তির কাছে নিরাপদ অনুভব করে এবং তার এই নিরাপদ অনুভূতির পর যদি অপর ব্যক্তি তাকে হত্যা করে, তাহলে বিচার দিবসে তাকে (হত্যাকারীকে) বিশ্বাসঘাতকতার ঝাণ্ডা ধরিয়ে দেয়া হবে।" ['আমর বিন আল-হামিক্ব থেকে আল-হাকিম বর্ণনা করেন, যিনি বলেন: হাদিসটি সহীহ, আদ-দাহাবী বলেন: "সহীহ"]। তিনি ﷺ অন্যান্য বিভিন্ন বর্ণনায়ও তা পরিষ্কার করেছেন যে, যখন আল্লাহ পূর্ববর্তী সম্প্রদায় এবং পরবর্তী সম্প্রদায়ের লোকদের বিচার দিবসে সমবেত করবেন তখন প্রতিটি বিশ্বাসঘাতক লোকের সাথে একটি ঝাণ্ডা থাকবে, যার দ্বারা সে শনাক্ত হবে এবং এই ঝাণ্ডা তার বিশ্বাসঘাতকতার তীব্রতা অনুযায়ী উত্তলিত হবে। তারপর বলা হবে: "দেখে নাও, এই হচ্ছে অমুক-অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা"!। [সহীহ মুসলিমের "বিশ্বাসঘাতকতার নিষিদ্ধ করণের অধ্যায়"] তিনি ﷺ বলেন: "বিশ্বাসঘাতকতার দিক দিয়ে সাধারণ জনগণের নেতার চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর নেই।" [আবু সা'ঈদ হতে মুসলিম বর্ণনা করেন]

অতঃপর পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিমের সকল মুয়াহ্হিদ মুজাহিদিন এবং সাধারণ জনগণ জেনে নিক, হারাকাত আশ-শাবাবের নেতারা যারা আয-যাওয়াহিরির প্রতি বাইয়াহ প্রদান করেছে, যে তাগুত আখতার মানসুরের বোকা অনুসারী- এই ফাসাদগ্রস্ত এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারী, গোমরাহ এবং গোমরাহের দিকে আহ্বানকারী নেতারা সোমালিয়ায় খিলাফাহ'র সৈনিকগণের সাথে অন্যায় করেছে, তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ আচরণ করেছে, তাদের পবিত্র রক্ত ঝরিয়েছে এবং তাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে।

হ্যাঁ, খিলাফাহ'র আহ্বান শুনতে এবং মুসলিমদের প্রধান দেহের সাথের নিজেরদের যুক্ত করতে মুহাজিরিন এবং আনসারদের মধ্য থেকে লোকেরা খিলাফাহ'র সৈনিকগণের কাছে আসার পর, হারাকাত আশ-শাবাব এর নেতারা তাদের তিন গুপ্তচরকে শায়খ আবু নু'মান আল-ইয়ান্তারী رحمه الله এর কাছে প্রেরণ করে, যিনি তার পরিবার এবং তার গোত্রের সন্তানদের নিয়ে খিলাফাহ'র সারিতে যোগদান করেছিলেন এবং জঙ্গলের ভিতর আশ্রয় নিয়েছিলেন।

অতঃপর হারাকাত আশ-শাবাবের গুপ্তচররা কপটতার সহিত খালিফাহ'র প্রতি বাইয়াহ প্রদানের নামে শায়খ আবু নু'মান এবং তার সাথীদের সাথে দেখা করতে চায়। এভাবেই শায়খ আবু নু'মান এবং তার পাঁচ সঙ্গী তাদের সাথে দেখা করতে আসেন, সাক্ষাতের শেষে হারাকাত আশ-শাবাবের গুপ্তচররা তাদেরকে ঠান্ডা মাথায় খুন করে, অন্যায়ভাবে এবং বিশ্বাসঘাতকতার সাথে.. অতঃপর তাদের খুন করার পর তারা আর-রিমি (ইয়েমেনে আখতারের সৈনিক) এর সাথে যোগাযোগ করে এবং তাকে এই অভিযানের ব্যাপারে অবগত করে ও দাবি করে যে তারা লিবিয়া হতে প্রেরিত দাওলাহ'র এক নেতাকে হত্যা করেছে! তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং মিথ্যা বলেছে!

হ্যাঁ, তারা শায়খ হুসাইন 'আবদি জিদিকে رَحِمَهُ اللَّهُ হত্যা করেছে, তারা তার সাথেও একই ধরণের বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ আচরণ করেছে, যেমনটা তারা করেছিলো শায়খ আবু নু'মানের সাথে। তারা তার কাছে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে যাকে শায়খ পূর্বে বিশ্বাস করেছিলেন কারণ সে তার জন্য গাড়ি চালক এবং দেহরক্ষীর কাজ করতো। এই বিশ্বাসঘাতক এমন ভান করে যে সে খিলাফাহ'র সারিতে যোগদান করতে চায় এবং যখন সে শায়খ এর সাক্ষাত লাভ করে তখন সে তাকে এবং তার দুই সঙ্গীকে হত্যা করে।

তারা মুহাজির মুজাহিদ মোহাম্মাদ মাক্কাওয়ী ইব্রাহীম মোহাম্মাদ (হুদাইফাহ আস-সুদানী- رَحِمَهُ اللَّهُ) কে হত্যা করেছে, যিনি "২০০৮" সালে আমেরিকান ক্রুসেডার কূটনীতিক জন গ্রানভিল্লেকে সুদানে হত্যা করার কাজে অংশগ্রহণ করার কারণে আমেরিকা কর্তৃক "ওয়ান্টেড" ছিলেন। কুবার কারাগারে হুদাইফাহ'কে কারারুদ্ধ করার পর, একটি বরকতময় অভিযানে তিনি এবং তার সঙ্গীগণ সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হন এবং আমেরিকানরা তার খবর প্রদানকারীকে ৫ মিলিয়ন ডলারের পুরষ্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি করে। হয়তো তারা হারাকাত আশ-শাবাবের নেতাদের সেই পুরষ্কার প্রেরণ করবে।

তার পূর্বে হারাকাহ'র গুপ্তচররা শায়খুল মুজাহিদ 'আবদ আল-ক্বাদির মু'মিন (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন এবং তাকে দৃঢ়পদ করুন) এর দশ সহকারীকে গ্রেফতার করে, যা শায়খকে দ্রুততার সাথে তার বাইয়াহ ঘোষণা করতে তাড়িত করে, এই আশায় যে, হয়তবা তা হারাকাহ'র কিছু সংখ্যক নেতাকে সত্য পথের দিকে পরিচালিত করবে অথবা হয়তবা তারা একজন মুসলিম ব্যক্তির রক্তকে অন্যায় ভাবে ঝরানো থেকে লজ্জিত হয়ে বিরত হবে।

তারা মুহাজিরিন এবং আনসারদের মধ্য থেকে যাকেই খিলাফাহ'র প্রতি আনুগত্যশীল বলে সন্দেহ করেছে তাকেই কারারুদ্ধ করেছে, তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে এবং তাদের পরিবারকে সন্ত্রস্ত করেছে। তদুপরি, কিছু সাধারণ মুসলিমও তাদের কু-কর্ম থেকে রক্ষা পায় নি, তাদের মধ্যে যাকেই খিলাফাহ'র সেনাদের বা সমর্থকদের সাহায্যকারী বলে তারা মনে করেছে। এমন যেন খিলাফাহ'কে সাহায্য করা কোন অপরাধ, যারাই বাইয়াহ প্রদান করবে, সাহায্য করবে, আশ্রয় প্রদান করবে অথবা যাকে তারা সন্দেহ করবে সবাইকে শাস্তি প্রদান করা হারাকাত আশ-শাবাবের "আইন" হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারা ছোট-বড়দের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, তাইতো তারা ধূসর চুলের ভাই আবু আনাস আল-মাসরীকে জামামী শহরে আটক করেছে, মাগরিবের নামাজ পড়ে বাড়ি ফেরার পথে, তাছাড়া তারা ভাই আবু 'আব্দুর রাহমান আল-মাগরিবীকেও আটক করেছে। তারপর, যখন শায়খ 'আব্দুল 'আজিজ রুক্কাইয়্যাহ তাদের তাদের কৃতকর্মের নিন্দা করেন, তখন তারা তাকে অপমান করে, তাকে গ্রেফতার করে এবং অন্যান্যদের মতো তাকেও জেলে প্রেরণ করে।

তাছাড়া তারা 'আব্দুল্লাহ ইউসুফ (হারাকাত আশ-শাবাবের একজন প্রাক্তন নেতা) এবং তার সাথীকেও কারারুদ্ধ করেছে, যখন তারা কুনবুরা এবং জালাব শহরের মধ্যবর্তী সড়কে ভ্রমণ করছিলেন। তারা তাদের অভ্যাস অনুসারেই তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ আচরণ করেছে এবং দাবি করেছে যে তারা শুধুমাত্র তাদের সাথে বসে আলোচনা করতে চায়। তাছাড়া তারা উলামা বোর্ডের সহকারী প্রধান, বাদর আদ-দ্বীন আল-আনসারীকেও কারারুদ্ধ করেছে এবং তারা তাদের প্রতারণাপূর্ণ সেই অভিযানে আবু সাবিত আল-মুহাজিরকেও আটক করেছে, যে অভিযানে তারা হুদাইফাহ আস-সুদানী رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ-কে হত্যা করেছিলো।

উক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং আরও অসংখ্য ব্যক্তিদের যাদের সংখ্যা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ ছাড়া আর কেউ জানে না, কারারুদ্ধ করার পর তাদের কাছ থেকে সংবাদ আসা বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের ব্যাপারে আর কিছুই শুনা যায় নি, আল্লাহ তাদের দৃঢ়পদ করুন এবং তাদের মুক্তি প্রদান করুন। তাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত অভিযোগ হলো তাদের মুসলিমদের প্রধান দেহের (খিলাফাহ'র) সারির অংশ হওয়ার এবং অন্ধ-বিভাজন ত্যাগ করার নিয়্যাত, তাছাড়া নব-জাগরিত খিলাফাহ'র প্রতি তাদের আনুগত্য এবং তালিবানদের তাগুত ও তার আহাম্মক এর প্রতি তাদের অস্বীকৃতি। আল্লাহর পক্ষ ছাড়া কোন ক্ষমতা বা শক্তি নেই।

হারাকাত আশ-শাবাবের নেতাদের অপরাধ সমূহের মধ্যে হলো, তারা হারাকাহ'র সকল ফ্রন্ট লাইন এবং অফিসে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে এবং সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে যারাই "সারি সমূহকে ভঙ্গ" করার চেষ্টা করবে তাদের সাথে তারা যুদ্ধ করবে এবং তাদের হত্যা করবে! একই ভাবে তারা উলামাদের গোপন বৈঠকে ডেকেছে এবং তাদেরকে হুমকি প্রদান করেছে যে, যদি তারা "সারি সমূহকে ভঙ্গ" করায় সমর্থন প্রদান করে তাহলে তাদের হত্যা করা হবে! বিষয়টা এমন যেন "হারাকাত আশ-শাবাব" হলো জামায়াতুল মুসলিমিন, যারা বোকা আয-যাওয়াহিরি এবং (তাদের) মুড়ল তালিবানের তাগুতের প্রতি বাইয়াহ প্রদান করেছে।

সোমালিয়ায় খিলাফাহ"র সৈনিকগণের বিরুদ্ধে তাদের এই প্রতারণাপূর্ণ অভিযান চলাকালে এবং হারাকাহ'র কিছু ব্রিগেড খিলাফাহ'র প্রতি বাইয়াহ ঘোষণা করার পর থেকে হারাকাহ'র নেতারা তাদের অধিকাংশ সৈনিকদের, যাওয়াহিরির দাবি করা তাদের প্রধান লক্ষ্য কুফরের মুড়ল আমেরিকাকে আঘাত করার বদলে খিলাফাহ'র সৈনিকদের হত্যার করা জন্য খুঁজে বের করাতে প্রচেষ্টা চালাতে আদেশ প্রদান করে। অপরদিকে, তারা মুরতাদ মিলিশিয়াদের নিরাপত্তা প্রদান করা বন্ধ করে না, যাদের রিদ্দাহ (দ্বীনত্যাগ) ব্যাপক এবং তাদের অবস্থান গ্বুবুয়িন শহরে, যা সোমালিয়ার দক্ষিণাংশে কিসমাইও এর পাশে। যাদের নেতা বাররি হারালি, যার রিদ্দাহ সম্পর্কে কারও সন্দেহ নেই। বাররি হারালি মুরতাদ সরকারের সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলো, যে কিনা ক্রুসেডারদের সাথে মিত্রতা করে এবং গণতান্ত্রিক খেলায় গুরুতর ভাবে অংশ গ্রহণ করে। ঐ এলাকায় তাদের সামরিক সামর্থ্য থাকার পরও তারা এই মিলিশিয়াদের লক্ষ্যবস্তু বানায় না। তারা এই মুরতাদদের তাদের এলাকায় প্রবেশ করতে এবং বের হতে অনুমতি প্রদান করে এবং তাদেরকে হত্যা করা ও তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাকে অনুমোদন করে না। অর্থাৎ তারা মুরতাদদের নিরাপত্তা প্রদান করে এবং যারা খিলাফাহ'র প্রতি বাইয়াহ প্রদান করে তাদের কারারুদ্ধ এবং হত্যা করে। তাদের উদাহরণ যেন আবু মুস'আব 'আব্দুল ওয়াদুদের মতো, যে "পেট্রিওটিক মুভমেন্ট ফর লিবারেশন অফ আযাওয়াদ" (আযাওয়াদ মুক্ত করার জন্য দেশপ্রেমিক সংগ্রাম) এর সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে চায় অথবা খালিদ আল বাতুরফির মতো, যে কিনা আল-মুকাল্লা শহরকে (ইয়েমেন) তাগুত "পপুলার কাউন্সিল অফ হাদরামাউত" এর কাছে সমর্পিত করার পরিকল্পনার জনক এবং অন্যান্য সকল ব্যক্তিদের মতো যারা মুরতাদদের সাথে সমঝোতা করে এবং মুয়াহহিদিনগণের সাথে যুদ্ধ করে।

হ্যাঁ, হিযবিয়্যাহ (দলান্ধতা) আর অহংকারের মূর্তিরা হারাকাত আশ-শাবাবের নেতাদের হৃদয়কে এমনভাবে কুলষিত করেছে যে তারা এখন বাতিল থেকে হক্বকে আলাদা করতে অক্ষম। তারা তাগুত আখতার এবং তার আহাম্মক, আয-যাওয়াহিরির গোমরাহীর ব্যাপারে নিশ্চুপ থেকেছে। তাহলে কি তারা এমন একজনের প্রতি বাইয়াহ দ্বারা আবদ্ধ যে কিনা কাতারের তাগুত এবং "ইখওয়ানুল মুসলিমিন"-কে ভাই মনে করে? খোরাসান

এবং পৃথিবীর অন্যান্য সকল জায়গার রাফিদাদের ভাই মনে করে? তারা কি এমন একজনের প্রতি বাইয়াহ দ্বারা আবদ্ধ যারা সাউদী জাতীয়তাবাদী সাহাওয়াতদের, এমনকি গণতান্ত্রিক এবং নাস্তিকদের মিত্র মনে করে মুহাজিরিন এবং আনসারদের মূল্যে? তারা কি এমন একজনের প্রতি বাইয়াহ দ্বারা আবদ্ধ যে আল-ওয়ালা এবং আল-বারা' হতে দূরে সরে গেছে এবং তার দল দ্বারা জোর পূর্বক একে বাধা প্রদান করছে এবং পাকিস্তানি মুরতাদ সরকার ও এর সামরিক এবং গোয়েন্দা সংস্থা সমূহের নৈকট্য লাভ করেছে? তারা কি এমন একজনের প্রতি বাইয়াহ দ্বারা আবদ্ধ যে কিনা যুদ্ধ করে আফগানী জাতীয়তাবাদের জন্য এবং এর দরুন তারা মুরতাদ আফগান সরকারের প্রতি নমনীয়?

তাদেরকে জানিয়ে দিন, যদি তারা তাদের নেতা আখতারের এবং তার আহাম্মক আয-যাওয়াহিরির অবস্থা সম্পর্কে না জানে তাহলে তা এক বিপর্যয়! আর যদি তারা জেনে থাকে, তাহলে তা মহা বিপর্যয়!

সোমালিয়ায় খিলাফাহ'র সৈনিকগণের প্রতি; আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ বলেন: "যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে; নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন নাই।" [আশ-শুরা: ৩৯-৪০] এবং তিনি جَلَّ جَلَالُهُ আরও বলেন: " সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবর দস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।" [আল-বাক্কারাহ: ১৯৪] এবং তিনি جَلَّ جَلَالُهُ আরও বলেন: "আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়।" [আন-নাহল: ১২৬]

নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে এই ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের শায়েস্তা করা উচিৎ, তাদের প্রদানকৃত শাস্তির সমান অথবা তার চেয়ে অধিক কঠোর, অতঃপর দলা-দলি আর বিভাজনের নেতাদের হত্যা করুন, সাইলেন্সার, বিস্ফোরক বেল্ট এবং বিস্ফোরক ডিভাইস সমূহ দ্বারা, যাতে সারী সমূহকে পৃথক করা যায় এবং লোকেরা জেনে নিতে পারে তাদের নেতারা কার সাথে দাড়িয়ে; আখতার এবং আয-যাওয়াহিরি নাকি তাওহীদ এবং জিহাদের সাথে? নিশ্চয়ই হারাকাত আশ-শাবাবের সারী সমূহে বিপুল সংখ্যক সৈনিক রয়েছেন যারা জামায়াত আল-মুসলিমিনের সাথে যোগদান করতে চান কিন্তু তাদের নেতাদের নিষ্ঠুরতা এবং তাদের গুপ্তচররা তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখছে, ওয়াল্লাহুল মুস্তা'আন।

পরিশেষে, হারাকাত আশ-শাবাবের নেতাদের প্রতি; নাজাত চাইলে তোমাদের আখতার আর যাওয়াহিরীকে এবং তোমাদের হিযবিয়্যাহ আর একগুঁয়ে স্বভাবকে ত্যাগ করো। শয়তানের অনুসরণ করো না, যদি করো তাহলে জাবহাত আল-জাওলানীর যেমন দুনিয়া এবং আখিরাতের ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তোমাদেরও তাই হবে।

আবু মাইসারাহ আশ-শামী (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন)